কেকোয়া

আশ্‌রাফ্ আলী খান

এম্পায়ার বুক হাউস্
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
মাহ্‌ফুজার রহ্‌মান খান
এম্পায়ার বুক হাউস্‌
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম ছাপা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

দাম এক টাকা

নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌
কলিকাতা

মহাকবি স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের নাম বিশ্ব-বিদিত; তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও বিশ্ব-বিদিত। এরই ভেতরে তাঁর একাধিক কাব্য পাশ্চাত্য দেশের নানা ভাষায় অনুদিত ও সমাদৃত হোয়েছে। অথচ বাঙ্‌লার খ্যাতনামা কবিদের ভেতরে কেউ এদিক মাড়ানো প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। আমাদেরই ঘরের জিনিষ পাশ্চাত্যের মাপ-কাঠিতে যাচাই কোরে না নিলে তা'তে আমাদের মন ভরে না—এটাই পরাধীন জাতির ধর্ম্ম। সাদী, হাফেজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির বেলায় যা' দেখেছি, স্যার ইক্‌বালের বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তবু সৌভাগ্যের কথা যে, এতদিনে প্রিয়বন্ধু আশ্‌রাফ্‌ আলী খানের ন্যায় একজন প্রতিভাবান নব্য কবির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোয়েছে।

'শেকোয়া'র ভাব সম্পূর্ণ অভিনব। তা' মাত্র স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের ভেতরেই আমরা দেখ্‌তে পাই। সে ভাব অল্প পরিসরে মিল্টনের "Paradise Lost" এর ভাবকেও অতিক্রম কোরেছে। "Paradise Lost"এ স্রষ্টার বিপক্ষে সোজা বিদ্রোহ ঘোষণা করা হোয়েছে; কিন্তু 'শেকোয়া'র কবি স্রষ্টার প্রতি ষোল আনা ভক্তি বজায় রেখে সদ্‌-যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই যেন তাঁকে অচল কোরে ফেলেছেন। এ যেন পীযুষ-বাহিনী স্রোতস্বিনী,—একই স্রোতের আঘাতে যুগপৎ ভাঙা ও গড়ার কাজ শেষ কোরে চ'লেছে; এ যেন বিদ্রোহের প্রলয়-বিষাণের পাশাপাশি ফুল-ফুটানো ভ্রমর-গুঞ্জন!

বাংলা 'শেকোয়া'য় কবি আশ্‌রাফ্‌ আলী বিশ্ব-কবির গড়া এ অসামান্য রূপকে অবিকৃত রাখ্‌তে যথাসম্ভব চেষ্টা কোরেছেন। তাই শব্দের পরিবর্ত্তে ভাবের দিকেই তিনি মনোযোগ দিয়েছেন বেশী। শব্দ-পূজার গোঁড়ামীকে তিনি কোনও দিনই প্রশ্রয় দেন না,—এ-স্থলেও দেন নি।

—মাহ্‌ফুজার রহ্‌মান খান

'বিদ্রোহী' কবি

কাজী নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের

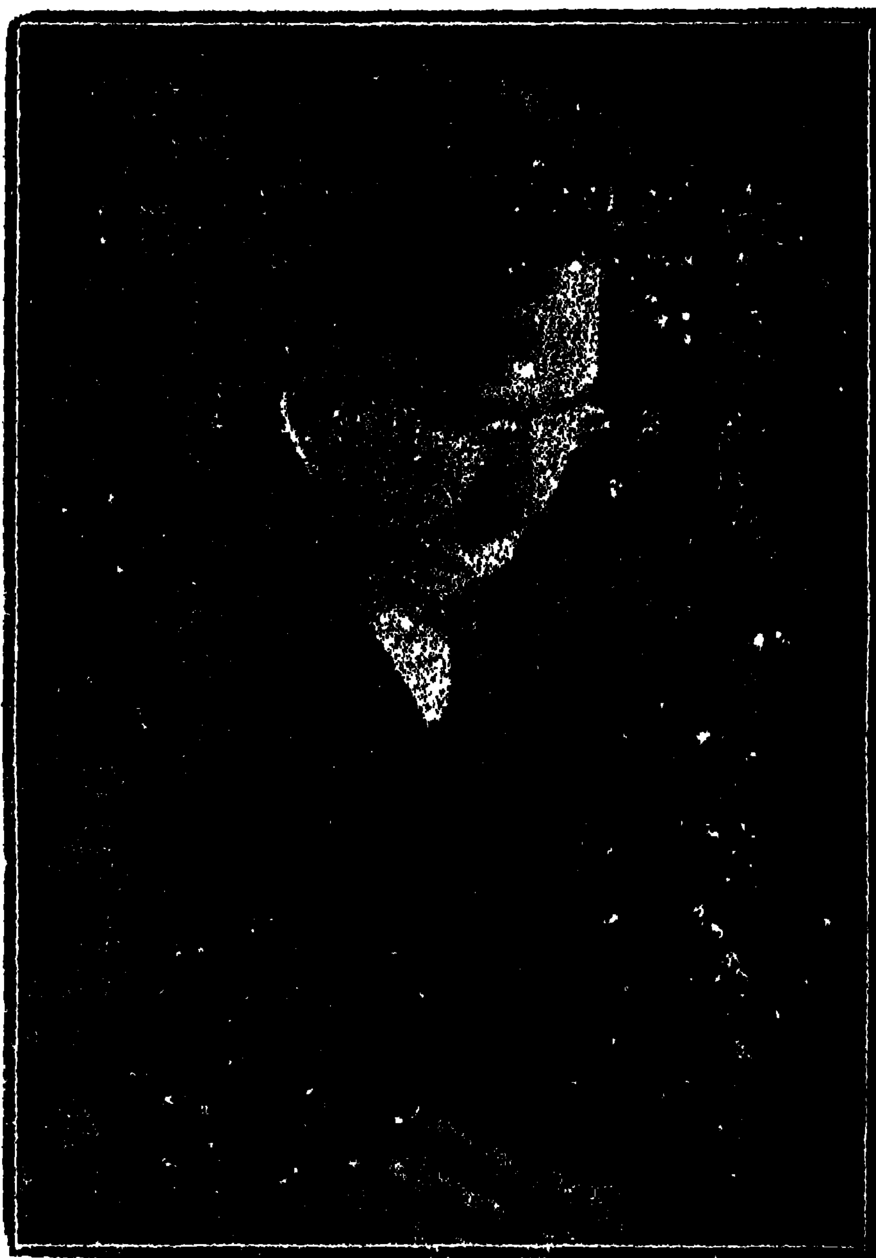
দরাজ-দস্তে-

পঞ্চ-নদের কল-রাগিণী
আজ্‌কে আমার মন-বেতারে
নিলুম ধ'রে—ছড়িয়ে দিতে
বাঙ্‌লা মায়ের শ্যামল দ্বারে।
খোদা-দ্রোহের ভাগীরথী
নাম্‌ল কবির স্বর্গ হ'তে,
শাস্ত্র-বহা বাঙ্গালী জাত্‌
যায়-বা ডুবে তাহার স্রোতে!
'শোক্‌-হানা খেয়ালী বিধির'
ভয়-না-জানা দুষ্টু ছেলে;
আর কতকাল ছুট্‌বে পথে
বিদ্রোহেরই মশাল জেলে?
জাহ্নবীর এ ভীষণ প্লাবন
না-জানি কী প্রলয় ঘটায়!
গরল-পায়ী শিব গো, তুমি
ধ'র্‌বে কি তা' প্রাণের জটায়?

গুণ-মুগ্ধ-

আশরাফ্‌

শেকোয়া



মহাকবি ডক্টর স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল

কবি-জীবনী

জন্ম

ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল্‌ খ্রীষ্টীয় ১৮৭৭ অব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়াল-কোট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন! শুনিতে পাওয়া যায়,—বিখ্যাত মডারেট নেতা স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্‌রু ও স্যার মোহাম্মদ ইকবালের পূর্ব্ব-পুরুষগণ একই পরিবার-ভুক্ত ছিলেন।

শিক্ষা

স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্‌ যে কালে সমগ্র প্রাচ্য ভূ-খণ্ডের গৌরব হইয়া দাঁড়াইবেন, একথা তাঁহার পিতা-মাতার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শৈশবে তাঁহারা পুত্রকে শিক্ষার্থ মক্তবে প্রেরণ করেন। অতঃপর যখন তিনি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন,—তখন একটা মাসিক বৃত্তি পান। এইরূপে তিনি মিড্‌ল স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া প্রবেশিকা স্কুলে ভর্ত্তি হন।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শিয়ালকোটের স্কচ্‌-মিশন-কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি এমন একটী সুযোগ লাভ করেন, যাহার সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের উন্নতির বেশ যোগ-সূত্র সংস্থাপিত আছে। এই সময়েই তৎকালীন আরবী সাহিত্যে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন মওলানা সৈয়দ মীর হাসানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মওলানা সৈয়দ মীর হাসানের জীবন-আদর্শ

এবং শিক্ষা তাঁহার জীবনে অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মনকে ইস্‌লামীয় কৃষ্টি ও সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। যথাসময়ে স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল্ শিয়ালকোট কলেজ হইতে কৃতকার্য্য হইয়া লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। অধ্যবসায় বলে তিনি বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া একটী স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন।

লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যয়ন কালে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করেন। তিনি আলীগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ আরনল্ড। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ যে সময়ে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের এম্-এ ক্লাসের ছাত্র, তখন মিঃ আরনল্ড উক্ত কলেজে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ আরনল্ড বুঝি সূক্ষ্মদৃষ্টি-প্রভাবে ছাত্র ইক্‌বালের প্রতিভা-সম্পন্ন গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবনকে পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন,—তাই তিনি 'ছাত্র ইক্‌বালের' সহিত বন্ধু রূপে মিশিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে বন্ধুরূপে অনেক কিছু উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ এম-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার গৌরবের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ পুনরায় একটী পদক প্রাপ্ত হন।

অধ্যাপনা

লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে এম-এ উপাধি লাভ করিবার পর স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল্ লাহোর ওরিয়েণ্টাল্ কলেজে ইতিহাস এবং দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তাহারই কিছুকাল পরে তিনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ইংরাজী এবং দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ শিক্ষায় এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে ছাত্রগণ অতিমাত্রায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এমন কি কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহার কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাই, স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ তাঁহার সুদূর-প্রসারী উন্নত দৃষ্টিকে

এতটুকু সীমাবদ্ধ প্রশংসার গণ্ডীতেই নিবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। তিনি কলেজের কর্ম্মের পর যে অবসরটুকু পাইতেন, সেটুকু কৃপণের ধনের মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গবেষণা-মূলক কার্য্য চালাইতেন।

ইংলণ্ডে

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের এবম্বিধ জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি তিন বৎসর কাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-বিষয়ক গবেষণা করেন এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তিনি জার্ম্মাণীর 'মিউনিক' ইউনিভার্সিটীতে ফার্সী ও দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রদান করেন। জার্ম্মাণ হইতে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এতদ্‌সঙ্গে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি অধ্যয়নকল্পে লণ্ডনের School of Economics and Political Scienceএ যোগদান করেন। এই সময়ে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্‌ পাশ্চাত্য জন-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি অস্থায়ীভাবে London Universityতে আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের লাহোরের কর্ম্ম-জীবন তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের পক্ষে ততটা সুবিধাজনক ছিল না। পরবর্ত্তী জীবনে যিনি একজন যুগ-প্রবর্ত্তক কবি হইবেন, তাঁহার কি আর অতটুকু সুবিধাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে? তাই, ভারতের জড় পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে অবস্থান কালীন তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষ সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডের অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা, অসংখ্য গ্রন্থাগার, অগণিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদুপরি সুধী সমাজের সহানুভূতির অন্তরালে তাঁহার প্রতিভার কোমল গোলাব কুঁড়িটী ধীরে ধীরে পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়া

ছুটিয়া উঠিল। তিনি কবি এবং বাগ্মী উভয়রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। বক্তা ইকবাল্ তাঁহার প্রথম বক্তৃতা ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রদান করেন এবং সেই হইতেই তিনি লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে সুবক্তারূপে খ্যাতি লাভ করেন। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ যখন তাঁহার অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ভারত-প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। ইউরোপ-প্রবাসকালীন তিনি ডক্টর নিকোলসন্‌এর সহিত বেশ ঘনিষ্ট ভাবেই পরিচিত হন এবং পরবর্ত্তী কালে ইনিই স্যার মোহাম্মদ ইকবালের বিখ্যাত ফার্সী কাব্য-গ্রন্থ 'আসরার-ই-খুদী' সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুদিত করেন।

অভিনন্দন

খ্রীষ্টীয় ১৯০৮ শতাব্দীর জুলাই মাসে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ তাঁহার ভারতীয় হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্তদিগের পক্ষ হইতে যে গৌরবজনক অভিনন্দন প্রাপ্ত হন, তাহা আজ অতীত হইলেও স্মরণীয়! তাঁহার সেই কর্ত্তব্য-জনিত দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলন সকলকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। কত শিক্ষিত ভারতবাসী যে সেদিন এই নবীন কবির প্রতিভা-দীপ্ত মুখের দু'টী কথা শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহা আজও ভুলিবার নহে।

স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ যেমন উচ্চ-শিক্ষিত তেমনি বিখ্যাত কবি। তাঁহার হৃদয়ে যে জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মাত্র লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারাই নিবৃত্ত হয় নাই। তাই, তিনি স্বীয় আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ এবং সমুদ্রযাত্রার নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও সুদূর ইউরোপে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইউরোপ-পর্য্যটন তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক মিঃ কার্লাইল বলিয়াছেন—"তিনি একজন বীর সৈনিক। পৃথিবীর প্রয়োজন পূর্ণ করিতেই তাঁহার আগমন!" স্যার মোহাম্মদ ইকবাল্ যে প্রকৃতপক্ষেই একজন বীর, তাহা তাঁহার উত্তেজনামূলক কবিতাগুলি পড়িলেই বেশ অনুধাবন করিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার কাব্যে এক জায়গায়

— শেকোয়া —

কবি-শ্রেষ্ঠ Shakespeareকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"মানব-হৃদয় সৌন্দর্য্যের বিকাশ-স্থল এবং সৌন্দর্য্য সত্যেরই সুমহান বিকাশ। কিন্তু তোমার ভাষা মানব-হৃদয়ের জীবন্ত আলেখ্য।"

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার ভারতীয় মোসলমানদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বুকে এক নূতন সভ্যতার ঢেউ জাগিয়া উঠিল। ভারতীয় মোসলমানদের হৃদয়ে যেন পাশ্চাত্যের মুক্ত ভাব-ধারার স্পষ্ট ছাপ লাগিয়া গেল; তাহাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে একটা স্বাধীন চিন্তার আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল,—আর সেই আলোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া মোল্লাদের অন্ধকার-যুগের পরিসমাপ্তি হইল। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে মনোসংযোগ করিবার সুযোগ পাইলেন। তখন সেই মামুলী যুগ-সুলভ "ইশ্‌ক্" ও "শারাব"এর গজল আর নব্য যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না। "ইন্‌শা" "দার্দ্দ" অথবা "গালিব" এর গ্রন্থ নিচয়ের স্থলে "সেক্সপিয়র" "বাইরন্" ও "টেনিসন"এর কাব্যই তাঁহাদের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিল বেশী। তখন ভারতীয় মোসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে 'ইংরাজী পড়া হারাম',—এ-কথা আর মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাঁহাদের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পাশ্চাত্য ভাব-ধারার গঙ্গা-স্রোত আনিবার জন্য যে মহা-প্রাণ মানব প্রথম চেষ্টা করেন—তিনি বহু পরিচিত স্যার সৈয়দ আহমদ্ খান। আলীগড় কলেজ স্থাপনের কার্য্যে সহযোগিতার জন্য তিনি ভারতীয় মোসলমানদিগকে আহ্বান করেন। নূতন আলোকের সন্ধানে যাঁহারা দলে দলে ছুটিয়া আসিলেন,—তন্মধ্যে মহাকবি হালী, নজির আহ্‌মদ, মোহ্‌সিন্-উল-মুল্‌ক্ এবং জাকা-উল্লাহ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের নাম উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ্ খান্ সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের আপ্রাণ পরিশ্রম বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। তাঁহারা যে অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন,—তাহারি এক বিন্দু তাঁহারা ভারতীয় মোসলমান যুবকদের মুখে তুলিয়া দিবার জন্য কত আয়াসই না

স্বীকার করিয়াছিলেন ?—মহা-কবি হালীর চিন্তা, ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়াও তখন বেশ একটা নূতনত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; তিনি অনেকটা কু-সংস্কার-মুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন। তাই পাশ্চাত্যের মুক্ত আবহাওয়া তাঁহার মস্তিষ্কে অনেকখানি ক্রিয়া করিয়াছিল। তাঁহার লেখার ভিতর "সাকী" আর "গুলে"র আড়ম্বর মাত্রই ছিল না। তাঁহার কবিতা ছিল পৌরুষব্যঞ্জক। তাঁহার লিখিত 'মোসাদ্দাস-ই-হালী'-ই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কবি আক্‌বর

মহাকবি হালীর সম-সময়ে আর একজন শক্তিশালী কবির অভ্যুদয় হয় ; তাঁহার নাম আকবর। কবি আকবরের লেখার ভিতরও বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। মহাকবি হালী ও আকবর মোসলমান সমাজের সেই অধঃ-পতনের যুগে যেন আলোকবর্দ্দার হইয়া আসিয়াছিলেন। তখনকার সেই চরম দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া আজ সত্যই দুর্দ্দিনের বন্ধু মহাকবি হালী এবং আকবরের প্রতি সমাজের মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে !—লুপ্ত-গৌরব পরাধীন মোসলমান তখন উত্থানের কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহারা সাম্রাজ্য-হারা, পরাধীন জীবন লইয়া মরণ-সিন্ধুর অতল অন্ধকারে নিমজ্জমান হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই মহাকবি হালী এবং আকবর আসিলেন—তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার জন্য। আজ যে তাঁহাদের সে-চেষ্টা অনেকাংশে সফলতার পথে চলিয়াছে,—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিক্ষা-দীক্ষা এবং দেশ-বিদেশ ভ্রমণে স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মহাদেশেই সমভাবে পরিচিত। স্যার মোহাম্মদ ইকবালের প্রতিভা তাঁহার কবিতার ভিতর বেশ পরিস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি নিজের লিখিত গ্রন্থ দ্বারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশের ভাবধারা ও সভ্যতার সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাকবি হালী এবং আকবরের পরই মৌলানা শিব্‌লীর স্থান ছিল, কিন্তু

এই নূতন দার্শনিক কবির আবির্ভাবে মওলানা সাহেবের দীপ্তি চন্দ্রালোকে নক্ষত্রের মতোই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। প্রতিভা স্বভাব-দত্ত, মানুষ সেটা হাতে গড়িয়া লইতে পারে না। এই প্রবচনটী স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের জীবনে বেশ সুন্দরভাবে খাটিয়া যায়। শিয়ালকোট কলেজে তাঁহার ছাত্র-জীবনের আরবী শিক্ষক মওলানা সৈয়দ মীর হাসান সাহেবের নিকট অধ্যয়ন কালেই তাঁহার ভবিষ্যত গৌরবময় জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল এবং সেই প্রতিভার ক্ষীণ জ্যোতিঃ দর্শনেই মওলানা আরবী সাহিত্যের দিকে তাঁহার মনঃসংযোগ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কবি মির্জ্জা দাগ তৎকালে হায়দ্রাবাদের বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বাল ছাত্র-জীবনে তাঁহার লিখিত কবিতাগুলি উক্ত কবির কাছে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করিতেন। কবি দাগ ছাত্র ইক্‌বালের কবি-প্রতিভা দর্শনে চমৎকৃত হন এবং এই তীক্ষ্ণধী যুবককে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি কবি-মণ্ডলীর মধ্যে একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের সম্বন্ধে স্যার জুল্‌ফিকার আলী খান লিখিয়াছেন যে,—
"আমি কোন এক 'মুশায়েরা'য় (কবি-সভায়) স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালকে তাঁহার স্ব-রচিত কবিতা মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম। সেদিন সমাগত সভ্যগণের নিকট হইতে তিনি যে বিপুল প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা আমি আজো ভুলিতে পারি নাই।'

কাব্য-জীবন

স্যার মোহাম্মদ ইক্‌বালের কাব্য-জীবনকে সাধারণতঃ তিনটী বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ১৯০১ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথম পর্য্যায়, ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং ১৯০৯ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তৃতীয় পর্য্যায়।

ইহার পরে তিনি পৃথিবীর বুকে আবার কোন্ রঙ্-এর ফুল ফুটাইয়া তুলিবেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত জগদ্বাসী ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের লিখিত কবিতাগুলি গভীর ভাব-ব্যঞ্জক অথচ সহজ-বোধ্য। যে-কোন পাঠক একটী লাইন দুইবার পড়িবার আগেই ভাবটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল দার্শনিক কবি হইলেও, তাঁহার লেখা তথাকথিত শুষ্ক কঠোর দর্শন নয়। এ-সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন —"দর্শন শাস্ত্রকে আমি ভয় করি। কেননা, দর্শনের ওই নীরস নীতি আমার কাছে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। মানবীয় সিদ্ধান্ত যখনই ধর্ম্ম-বিধানের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়, তখনই আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হই। যে-ভাবের কথা দার্শনিকগণ পছন্দ করেন, সে-ভাবের অনেক কথা আমি বলিয়া থাকি বটে; তবে ওই সকল বিষয় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত—দার্শনিক কল্পনার দ্বারা নহে।"

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের "হিমালা" কবিতা সর্ব্ব-প্রথম (১৯০১) "মাখ্জান্" পত্রে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী

তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথম ভাগে যে সকল কবিতা লিখিত হয়, তন্মধ্যে "হিমালা" (হিমালয় পর্ব্বত), "গুল্-ই-রঙ্গীন্" (রঙ্গীন ফুল), "পরিন্দে-কি-ফরিয়াদ্" (বিহগ-কাকলী) "শামা-ও-পর্ওয়ানা" (প্রদীপ ও পতঙ্গ), "এক আর্জু" (একটী কামনা), "তারাণা-ই-হিন্দ" (ভারতীয় সঙ্গীত) "চান্দ্" (চন্দ্র), "কেনার-ই-রাবী" (রাবী-তটে) প্রভৃতি কবিতাসমূহ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।

দ্বিতীয় ভাগে যে-সকল কবিতা লিখিত হয়, তন্মধ্যে "মহব্বত" (প্রেম), "হকিকত্-ই-হুস্ন্" (রূপ-মাহাত্ম্য), "পায়াম" (বাণী), "ভিসাল" (একত্বের

মহিমা), "কোশেশে-না-তামাম" (অসম্পূর্ণ চেষ্টা), "পায়াম-ই-ইশ্‌ক্‌" (প্রেমের বাণী) ও "গজলিয়াৎ" (স্থর-তত্ত্ব) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় ভাগে তিনি যে-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে "কুফ্‌র-ও-ইস্‌লাম্‌" (ইস্‌লাম্‌ ও কোফ্‌রী) "মুস্‌লিম্‌ আওর তালিমি-জাদীদ্‌" (মুসলমান ও আধুনিক শিক্ষা), "মজ্‌হাব্‌" (ধর্ম্ম-সম্প্রদায়), "খিজার-ই-রাহ্‌" (পথ-প্রদর্শক), "তুলু-ই-ইস্‌লাম্‌" (ইস্‌লামের উত্থান), "সেক্সপিয়র", "শেকোয়া" (অভিযোগ), "জওয়াবে-শেকোয়া" (অভিযোগের উত্তর), "জওয়ানানে-ইস্‌লাম্‌" (মোস্‌লেম-যুবশক্তি), "আসিরী" (দাসত্ব) প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে "আস্‌রার্‌-ই-খুদী" এবং "শেকোয়া" এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌ রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

"শেকোয়া"

"শেকোয়া" কাব্যে কবি মোসলমানদিগের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া স্রষ্টার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে স্রষ্টার একত্ব-প্রচারের সৈন্যগণের (মোসলমানদিগের) এই দুর্দ্দশা স্রষ্টার অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"শেকোয়া" কাব্যের প্রারম্ভেই বিদ্রোহী কবি স্রষ্টাকে প্রকাশ্য তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

> **"ধূ ধূ জ্বলে ব্যথার আগুন, হৃদয় আমার অগ্নি-গিরি,**
> **মাফ্‌ করিও—তারি খানিক্‌ উঠ্‌বে আজি পাষাণ চিরি।**
> **জীবন ভরি' যারা তোমার প্রশংসারই পড়্‌লো নামাজ,**
> **তাদের মুখের কুৎসা কিছু নাও না শুনে রাজাধিরাজ !"**

"শেকোয়া" যখন সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন পাঞ্জাবের ধর্ম্মভীরু জন-সাধারণের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল। ওই সময় তাঁহাকে 'খোদা-দ্রোহী' 'ধর্ম্ম-দ্রোহী', 'নাস্তিক' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। এমন কি গোঁড়া মনোভাব-সম্পন্ন লোকদের প্ররোচনায় তাঁহার জীবন-নাশের ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল

বলিয়া শোনা যায়। তাহারই ফলে কবির অন্যমত শ্রেষ্ঠ কাব্য "জওয়াবে-শেকোয়া"র উদ্ভব।

খোদাতা'লার "মনোনীত ধর্ম্ম" ইস্‌লামের পথে থাকিয়া যদি মানুষের দুর্দ্দশাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে, তবে সে পথকে সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া থাকা যায় কি প্রকারে?—এই যুক্তিতেই কবি শেকোয়ার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

সর্ব্বহারা চিত্ত আমার এই কথাটি ব'লতে চাহে,—
লোক্‌সানেরই সওদা করি' চ'ল্‌ছি খোদা তোমার রাহে;
বর্ত্তমানের ক্ষেত্র আমার শস্য-বিহীন, শুধুই ফাঁকি,
দূর অতীতের শবদেহকে সাম্‌নে রেখেই তুষ্ট থাকি।

এই সকল উক্তির জন্যই ধর্ম্ম-ভীরু মোসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু "শেকোয়া" কাব্যেরই পরবর্ত্তী অংশের স্থানে স্থানে পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ধর্ম্ম-দ্রোহ নহে—বরং স্রষ্টার উপর কবির তীব্র অভিমান। "শেকোয়ার" এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

"তীব্র কথার খোঁচায় আমি বিশ্ব-ভুবন কাঁপিয়ে তুলি,
দুঃখ শুধু, তোমার কাছেই কণ্ঠ আমার হারায় বুলি।

* * *

"যুগ-জামানা তোমার আয়ু—জানো, তুমি সবই জানো,
সবক দেওয়া তোমায়—সে-যে প্রদীপ দিয়ে দিন দেখানো!

* * *

"ক'রতে পারো সবই তুমি,—তুমি অসীম শক্তিমান.
উষর মরুর বুক ভাসায়ে আন্‌তে পার ঘোর তুফান।"

স্রষ্টার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস যে কতদূর দৃঢ়, উল্লিখিত পংক্তিগুলিই তাহার প্রমাণ। মোটের উপর "শেকোয়া" কবির অতুলনীয় কাব্য। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ব-স্রষ্টার সহিত একটা "বোঝা-পড়া" করিতে হইলে যে কতখানি মাল-মশলা আয়ত্তে থাকা দরকার, তাহা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাই—তাঁহার স্বজাতীয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এবং স্রষ্টার কার্য্যে তাঁহারা কখন কি ত্যাগ-স্বীকার অথবা বিপদ বরণ করিয়াছেন, তাহার একটা মোটামুটী হিসাবও তিনি খুলিয়া বসিয়াছেন।

শেকোয়া

"বিশ্ব ছিল পাগলা-গারদ, ধারতো না কেউ কারো ধার,
কেউ পূজিত পাথর -নুড়ি, কেউ বা ইতর জানোয়ার,
বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ছড়িয়ে ছিল বিশ্ব-তল,—
মোরাই তা'দের তাড়িয়ে নিয়ে ভরনু তোমার আস্তাবল।

*　　　*　　　*

"তলোয়ার ত' তুচ্ছ কথা, সে আমাদের শিশুর খেল,
তোপের মুখে প্রাণ বিলাতে আমরা ছিনু হাতেম-দেল।

*　　　*　　　*

"তুমিই বল, হেলায় কা'রা ক'রল হাজার জঙ্গ জয়,
অহঙ্কারীর শির করিল পথের ধুলার সঙ্গে লয়।

*　　　*　　　*

"ইব্রাহিমের সাধের কা'বা, তাও ছিল যে বোতখানা,—
মোদের বলেই আজ সে কা'বা বিশ্বাসীদের আস্তানা!

*　　　*　　　*

".মাদের তরে মুক্ত ছিল হর্-জাহানের সব দুয়ার,
অতল-সাগর টপ্কে যেত' মোদের যত ঘোড়-সওয়ার।
এ-সব কাজে বল মোদের দেখলে কোথায় ব্যর্থতা?
যেথায় গেছি জয় ক'রেছি,—এইত' জানি সার কথা!"

মহাকবি ইক্‌বালের "শেকোয়া" কাব্যকে যদি স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তথাপি বলিতে হইবে,—ইহা কবির সার্থক-বিদ্রোহ, এ বিদ্রোহে তিনি জয়ী হইয়াছেন। স্রষ্টাই তাঁহাকে নিজের মনের মত করিয়া যে সর্ব্বজয়ী প্রতিভার অধিকারী করিয়াছেন, তাহাতে পরাজয়ের অভিযান তিনি করিবেন কেন?

কবি ইক্‌বাল একাধারে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কবি। নিজের জীবিত সময়ে মাত্র ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার আলোক সুদূর ইউরোপ, আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই লণ্ডন নগরীতে 'ইক্‌বাল লিটারারি ক্লাব' স্থাপিত হইয়াছে। এমন দিন হয়ত' সুদূর নহে, যখন বিশ্ব-কবি ইক্‌বালের রচিত মধু-চক্র হইতে মধু পান করিয়া সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য-রস-পিপাসু চিত্তসমূহ পরিতৃপ্ত ও ধন্য হইবে।

একটী ভাষার নওতো কবি—জাহান-জোড়া তোমার শে'র,
আকাশ-চারী গানের পাখী, সকল যুগের সব দেশের ;
আরব তোমার, ভারত তোমার, মিসর তোমার, তোমার চীন,
নিখিল মনের ব্যথার সুরে বাজে তোমার হৃদয়-বীণ।

বিশ্বে আছে অনেক কবি—রয় তাদেরো প্রাণ-বাণী ;
তাদের সে-সব ভাবের ধারা স্বর্গ হোতে আমদানী।
চিত্ত সে যে কেল্লা তোমার—জ্যান্ত ভাবের কারখানা,
সেখান হোতে ভাবের ফৌজ স্বর্গে গিয়ে দেয় হানা।

আমরা করি নিজের ভাষায় অন্য দেশের ভাব চুরি,
আস্তাকুঁড়ের ছাই কুড়ায়ে উড়াই ক্ষণিক ফুল-ঝুরি ;
তুমি কবি—কাব্যে তোমার নেইকো সে-সব গণ্ডগোল,
পরের দেশে পরের ভাষে নিজ-গরিমার বাজাও ঢোল।

পাঞ্জাবী আর উর্দ্দূ ভাষায়, ইংরেজী আর ফার্সীতে
ছড়াও গীতি,—বিশ্ব হেরি তোমার গানের আর্সীতে !

রোকেয়া

সর্ব্বহারা চিত্ত আমার এই কথাটী বোল্‌তে চাহে,—
লোক্‌সানেরি সওদা করি' চল্‌ছি খোদা তোমার রাহে ;
বর্ত্তমানের ক্ষেত্র আমার শস্যবিহীন, শুধুই ফাঁকি,
দূর অতীতের শব-দেহকে সাম্‌নে রেখেই তুষ্ট থাকি ।

❋

গোলাব্‌-কুঁড়ি নই আমি যে, রইব পড়ি কাঁটার ঝাড়ে,
টল্‌বে নাক' পাষাণ-হিয়া বুলবুলিদের হাহাকারে !
তীব্র কথার খোঁচায় আমি বিশ্ব-ভুবন কাঁপিয়ে তুলি,
দুঃখ শুধু, তোমার কাছেই কণ্ঠ আমার হারায় বুলি ।

"ভালো-মন্দ হোক্‌না যাহা, প্রভুর আদেশ মান্‌ব মোরা"
এই নীতিতেই বোবার মতো লক্ষ আঘাত সইছে ওরা,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে কেবল কাৎরে মরে মূর্খ সব,
দেখ্‌ছে না কি পাশেই চলে ধর্ম্মহীনের মহোৎসব !



ধু-ধু জ্বলে ব্যথার আগুন—হৃদয় আমার অগ্নি-গিরি,
মাফ্‌ করিও, তারি খানিক উঠ্‌বে আজি পাষাণ চিরি ;
জীবন ভরি' যারা তোমার প্রশংসারই পড়্‌ল নামাজ,
তাদের মুখের কুৎসা খানিক নাওনা শুনে রাজাধিরাজ !

শেকোয়া

যুগ্-জামানা তোমার আয়ু, জানো তুমি সবই জানো,
সবক দেওয়া তোমায়, সে যে প্রদীপ দিয়ে দিন দেখানো !
জানো তুমি, ছিল যেদিন ফুল-বাগানে ফুলের মেলা,
বুলবুলি সে গাইত সুখে, সুখের স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা ;

*

ফুলের শোকে আজ সে কাতর, শুন্‌তে হবে নালিশ তাহার,
হাকিম তুমি, দোষীও তুমি—বিচার হবে শাহান-শাহার।
বিশ্বে তোমার নামের কদর সে না-হোলে কে বাড়া'ত ?
বাতাস বিনা ফুলের সুবাস দেশ-বিদেশে কে ছড়া'ত ?

আজ্‌কে নালিশ তোমার নামে, এই কি তোমার খোদায়ী কাম্‌?
পাপীরা হয় জান্নাতী আর পুণ্যবানের জাহান্নাম?
বিশ্ব ছিল পাগ্‌লা-গারদ, ধার্‌ত না কেউ কারো ধার,
কেউ পূজিত পাথর-নুড়ি কেউ-বা ইতর জানোয়ার,

*

বল্‌গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছড়িয়ে ছিল বিশ্বতল,
মোরাই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ভরনু তোমার আস্তাবল।
চক্ষে আপন দেখার আগে তোমায় খোদা মান্‌ত কে?
মোদের হুনোর তাকৎ বিনা তোমায় বলো চিন্‌ত কে?

বিশ্বে ছিল কতই জাতি বদ্‌কারী আর ফেরেব্‌বাজ,
তারাই তখন জগৎ-জোড়া, বিন্দু মোর সিন্ধু মাঝ;
হিন্দু ছিল ভারত-ভূমে, কাফ্‌রী ছিল আফ্‌রিকায়,
নিবিড় বনেও মানুষ ছিল হিংস্র ভয়াল পশুর প্রায়;

*

সেল্‌জুকী আর তুরাণবাসী, এহুদ-চীনা আর ঈসাই,
সবই জানো, আল্লা'-মিঞা, বোল্‌লে কি আর সার্‌বে ছাই?
তোমার নামে জীবন-পণে ধর্‌ত কেবা হাথিয়ার?
কেই-বা এমন ভোল্‌ ফিরা'ল পঙ্গু তোমার সৃষ্টিটার?

আরাম ছিল হারাম মোদের—যুদ্ধভূমি খেলার মাঠ;
জলে-স্থলে ফিরনু ক'রি' শয়তানেরে লুঠ্-লোপাট।
ইউরোপের ঐ গির্জ্জা-শিরে উঠ্‌ত তোমার পাক্ আজান,
তক্‌বীরে যার শাহারাতে সাইমুমেরও কাঁপ্‌ত জান্;

❋

শক্তি-পাগল বাদ্‌শা' যারা ফেরাউনের খাস্ মুরীদ্,
অহঙ্কারে পায়ের তলায় ভাঙ্‌তে চাহে ধরার ভিৎ;
মোদের দয়ার পাত্র তারা, মুষিক হোতেও শক্তিহীন,
তেগের তলে কল্‌মা সাথে বাজ্‌ত মোদের হৃদয়-বীণ।

একটী লড়াই জয় কোরেছি আর লড়া'য়ে ঝাঁপ্ দিতে,
তোমার নামেই মৃত্যু-জহর পান কোরেছি শান্তিতে ;
ধন অথবা তখ্‌ত্ লাগি নয়ক' মোদের যুদ্ধ-জয়,
কেউ-কি ধনের বিনিময়ে ছাড়্‌তে পারে মরণ-ভয় ?

*

লক্ষ-হাজার স্বর্ণ-হীরার প্রস্তাবে যে দেয়নি' কাণ,
পাষাণ হোয়ে কর্‌ল গুঁড়া পাষাণ-গড়া মূর্ত্তিখান্ ;—
তাদেরও কি থাক্‌তে পারে স্বার্থ-সেবার ক্ষুদ্রতা ?
বোল্‌লে কেহ, বোল্‌ব মোরা, তার চেয়ে নেই ঝুট্ কথা।

যেই বিপদে পিঠ্ ফিরা'ত শত্রুদলের শ্রেষ্ঠবীর,
ঝড়ের মুখে পাহাড় সম ছিলাম মোরা উচ্চ-শির ;
তলোয়ার ত' তুচ্ছ কথা ! সে আমাদের শিশুর খেল্,
তোপের মুখে প্রাণ বিলা'তে আমরা ছিনু হাতেম-দেল্।

*

তোমার নামের বেইজ্জতী করত কভু যে এক তিল,
ক্ষমার কথা ? হারাম সে যে, হোতাম তাহার আজ্রাইল!
তারাই আজি মরণ-পথিক্—বাঁচাই সেরেফ্ যাদের হক্,
জীবণ-পণে যারা তোমার তৌহিদেরই জাম্-বাহক।

তুমিই বল হেলায় কা'রা কোর্‌ল হাজার জঙ্গ জয় ?
অহঙ্কারীর শির করিল পথের ধূলার সঙ্গে লয় ?
অগ্নি-পূজার নিভ্‌ল আগুন, তোমার নামে ছায় ইরাণ ;
ফুলের সাজে সাজ্‌ল সে দেশ, কোরল কাফের যা'য় বিরাণ ;

*

তক্‌বীরে কা'র মাটীর পুতুল জিন্দা হোত—খুল্‌ত প্রাণ ?
দগ্ধ মরুর বালুকায়ও ডাক্‌ত মহা প্রেমের বান।
স্থবির ধরায় কোর্‌ল কা'রা নও-জওয়ানির উদ্বোধন ?
কোর্‌ল কেবা রাজ্যে তোমার লক্ষ ভুলের সংশোধন ?

শেকোয়া

রণ্-ভূমি সে সৃষ্টিনাশা প্রলয়-নদীর ভাঙন-কূল,
সেথাও মোদের পড়্‌তে নামাজ বারেক তরে হয়নি ভুল ;
ভৃত্য-মনিব ছোট ও বড় কেউ বা গরীব, কেউ প্রধান,
চরণ-ঘাতে চূর করিনু আমরা সে সব ব্যবধান ;

*

তোমার রাহে যখন মোরা মনের ঘোড়ায় হই সওয়ার,
জালিম-হৃদয় শঙ্কা-দোদুল ভীরুর বুকে বয় জোয়ার ;
এক জামা'তে সবাই যখন হাজির তোমার দরবারে,
ভেদ কিছু কি পাও দেখিতে কম-জোরে আর জোর্‌বারে ?

শেকোয়া

এই দুনিয়ার ম'ফিল মাঝে ফির্‌নু কত সাঁঝ্-সকাল,
বেঈমানীর সিন্ধু জুড়ি' পাত্‌নু তোমার নামের জাল
তোমার বাণী কোর্‌তে প্রচার ফির্‌নু মরু-পর্ব্বতে,
ভর্‌নু সকল প্রাণ-পেয়ালা তৌহিদেরই শরবতে ;

*

মোদের তরে মুক্ত ছিল হর্ জাহানের সব দুয়ার,
অতল সাগর টপ্‌কে যেত মোদের যত ঘোড়্-সোয়ার ;
এ-সব কাজে বল মোদের দেখ্‌লে কোথায় ব্যর্থতা ?
যেথায় গেছি, জয় কোরেছি, এইত জানি সার-কথা।

জড়বাদ আর নাস্তিকতার কোর্‌নু মোরা মূলোচ্ছেদ,
হীন গোলামীর শিকল-পরা মানুষ-ভা'য়ের ঘুচ্‌ল খেদ্ ;
ইব্রাহিমের সাধের 'কা'বা'—তাও ছিল যে বোত্‌খানা,
মোদের বলেই আজ সে 'কা'বা' বিশ্বাসীদের আস্তানা।

*

তোমার বাণীর কোর্‌আনে আদর কেই-বা ঘামায় নিজ মাথা ;
মোদের হাফেজ-বুকে তাহার প্রতি হরফ রয় গাঁথা ;
তবুও যদি বোল্‌বে মোদের কৃতঘ্ন আর সব্-নীচু,
[illegible]ব তবে বুঝ্‌ব, তোমার হৃদয় বো'লে নেই কিছু।

শেকোয়া

আজ্‌কে রাতে বোত্‌খানাতে ধূম লেগেছে উৎসবের,
নানান্‌ ভাবে শতেকরূপে হোচ্ছে পূজা ভূত সবের ;
কাফের যা'রা বোল্‌ছে ডেকে আজ্‌কে সবাই ফুল্ল-প্রাণ,
"প্রতিমাদের ধ্বংসকারী ধ্বংস আজি মুসলমান।

ধ্বংস তা'রা, আর তাহাদের গ্রন্থ কোরাণ—তাও বিলীন,
এই দুনিয়ার পান্থশালায় নেইক' তা'দের কোনই চিন্‌।"
আজ তৌহিদের চৌদিকেতে ডাক্‌ছে ভীরু বন্‌-শিয়াল,
নামটী তোমার যাচ্ছে ডুবে, তায় কি তোমার নেই খেয়াল ?

মূর্খ-নাদান হইল প্রধান, রত্ন-মাণিক ঢের তাদের,
এদিক মোরা সর্ব্বহারা,—কাদায় প'ড়ে রইল শের ;
কাফের-তরে গড়্‌লে তুমি এই জগতেই স্বর্গপূর,
শোনাও মোদের ভূয়ো কথা মরণ পরে আস্‌বে হুর ;

*

তোমার মাঝে মোদের মাঝে দেওয়া-পাওয়ার সেই সেতু,
কেমন কোরে ভাঙ্‌ল হঠাৎ বুঝ্‌তে নারি তার হেতু ;
ঠুন্‌কো প্রণয় তোমারও কি এক আঘাতে যায় টুটে ?
নরের মত চোখের নেশা ভোর না হোতেই যায় ছুটে ?

শেকোয়া

কোরতে পারো সবই তুমি—তুমি অসীম শক্তিমান,
ঊষর মরুর বুক ভাসা'য়ে আন্‌তে পারো ঘোর তুফান ;
পথ্‌-ভুলানো আলেয়ারে করিয়া পথ-প্রদর্শক,
পথ-হারানো পথিকেরে আন্‌তে পারো পথের রোখ্‌ ;

*

সেই শকতি আজ কি তোমার বদ্ধ সীমার গণ্ডীতে ?
মোদের বেলা'ই ঘাট্‌তি পড়ে বিশাল তোমার হুণ্ডীতে ?
বে-দীন হোতে পাচ্ছি মোরা টিট্‌কারী আর অপমান,
তোমার নামে সব দিয়েছি—এ-ই কি তাহার প্রতিদান ?

শেকোয়া

বিশ্বে মোদের জীবন-ধারণ গাইতে কেবল তোমার জয়,
নীচতারে কোর্‌তে মহান, অসুন্দরের কে র্‌তে লয় ;
আজ দুনিয়া চায় না মোদের, কাফেরদেরই বাদ্‌শাহী,
মোদের বাঁধা ঘরখানিতে মোদেরই আজ ঠাঁই নাহি ;

বিদায় কালে আজ্‌কে মোদের পরাণ কাঁদে সেই ব্যথায়,
পার্‌বে না ফের্ দুষ্‌তে মোদের, ও-নাম যদি ডুবে যায়।
আমরা ডুবে মর্‌লে পরে ডুব্‌বে জানি তোমার নাম,
মর্‌লে সাকী, রয় কি বাকী সাকীর হাতের শরাব-জাম ?

শেকোয়া

তোমার সভা ভাঙ্‌ল আজি—দীন্-ঈমানের ঘনায় সাঁঝ,
তোমার নামের পাগল যা'রা নিচ্ছে বিদায় তা'রাও আজ ;
দিন-রজনী তোমার তরে ফেল্‌ত যা'রা চোখের জল,
হৃদয় সঁপি' তোমার করে পেল তাহার যোগ্য ফল ;

এই দুনিয়ার শান্তি লাগি খাট্‌ল যা'রা নিরন্তর,
শান্তি হোল হারাম তা'দের, কোর্‌লে তা'দের দেশান্তর ;
প্রেমিক যা'রা যাচ্ছে চোলে সাম্‌নে তাঁ'দের ঘোর আঁধার,
নূরের আলোয় খুঁজ্‌বে কি ফের্ কোর্‌লে যা'দের অবিচার ?

শেকোয়া

আদম-হাওয়ার দণ্ড তুমি কোর্‌লে মোদের চিরন্তন,
কাঁদ্‌ছে কায়েস-লায়লী আজো জুড়ে’ নিখিল হৃদয়-মন ;
কা’রেও দেছ কোর্‌তে পীড়ন, কেউ নীরবে সইছে তা,
কেউ জগতে চির-সুখী, সার কোরেছে কেউ ব্যথা ;

*

হরিণ-পিছে আজও আছে বাঘ-শিকারীর অন্বেষণ,
প্রেমিক-হৃদয়—সেথাও জ্বলে প্রেমের শিখা অনুক্ষণ ;
অত্যাচার ও অবিচারের গড়্‌লে তুমি হাজার রূপ,
সব-সওয়া সে সৃষ্টি-পরে কোন্ ছলে ফের্ হও বিরূপ ?

নাস্তিকতার এই দিনেও ছেড়েছি কি তোমার পথ ?
বোল্‌তে পারো—কোর্‌ছি হেলা শেষ রসুলের ধর্ম্ম-মত
নিত্য যেথা পুতুল-পূজা, মন্দিরেতে ঘণ্টারব,
সেথাও মোরা কোর্‌নু জোরে পুতুল-ভাঙা মহোৎসব ;

*

করনী-আবেস, সল্‌মাঁ গুণী যে-পথ ধরি' ছিলেন স্থির,
আজও মোরা মনে-প্রাণে সেই পথেরি মোসাফির ;
বেলাল-রাহী আজও মোরা,—দীপ্ত শিখা তক্‌বীরের
আজও মোদের হৃদয় মাঝে শক্তি যোগায় লাখ্ বীরের।

হয়তো প্রাণে আগের মতো খেলে না আর প্রেমের ঢেউ,
তেমন খাঁটী হৃদয় নিয়ে করি না আর সেজ্‌দা কেউ ;
হয়তো হিয়া প্রেম-আবেগে ধায় না তেমন কেব্‌লা-মুখ,
দিদার তোমার লাভ করিতে নইকো তেমন সমুৎসুক ;

*

হয়তো মোরা আজ্‌কে নহি আগের মতো ভক্তিমান,
তোমারও নেই আগের মতো ক্ষমায়-দয়ায় পূর্ণ প্রাণ ;
আমরা না-হয় ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু ওহে কৃপাময়,
দান কোরে যে ফিরিয়ে নিলে, তাতেই খা কি যুক্তি রয় ?

দীন-ঈমানের উৎস খুলে তুমিই দিলে 'ফারান' ময়,
ইসারাতে কোর্‌লে তুমি সংখ্যাহীনের হৃদয় জয় ;
সেই হৃদয়ে আজ্‌কে বলো কেমন কোরে লাগ্‌ল ঘুণ ;
ধূ-ধূ কোরে জ্বল্‌তো যাহে শুধুই তোমার প্রেম-আগুণ ?

*

নূরের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল মোদের যেই হিয়া,
কেমন কোরে রয় তা' আজি তিমির-ঘেরা ঘোর সিয়া ?
হৃদয় মোদের জ্বোলে পুড়ে' হোয়েই থাকে যদি ছাই,
কাহার সে দোষ ? কা'র হুকুমে ভাঙা-গড়া বিশ্বটাই ?

শেকোয়া

'নজ্‌দী' উপত্যকায় আজি নাই সে হাসি-কোলাহল,
আজ্‌কে সুধার পাত্র মাঝে শুধুই রাজে হলাহল ;
যেথায় ছিল ফুলের সুবাস, সেই হাওয়াতে 'হায়' মাতম্‌,
নাই সে মোরা, হৃদয় মরা, সব গরিমার আজ খতম্‌।

*

আর নাহি সে কায়েস পাগল, নাই পিয়ারা, নাই পিরাণ,
আজ এ সভায় নাই তো শোভা, সোণার পুরী আজ বিরাণ ;
গৌরব-উজল হে শুভদিন ! কোথায় তোমার অন্তরীণ ?
বাজ্‌বে কি আর শিরীন্‌ রবে মোস্‌লেমের এ ভগ্ন-বীণ্‌ ?

হোথায় রহে ফুলের মেলা, উৎস-বারি সুনির্ম্মল,
হেথায় কাঁদে ফুল-হারা দিল্, পিপাসিতের মর্ম্ম-তল ;
হোথায় চলে ফূর্ত্তি বেদম্ ভোগ-বিলাসের মহোৎসব,
হেথায় রহে জ্যান্তে-মরা তোমার নামের মাতাল সব ;



শূন্য তাদের পান-পেয়ালা,—পূর্ণ তা'দের গ্রহের ভোগ,
উল্টা চলে জীবন তা'দের—দুঃখ-সুখের যোগ-বিয়োগ।
প্রদীপ-শিখায় প্রাণ হারা'তে পতঙ্গ আজ হয় উধাও,
শক্তি-মালিক, তা'দের পাখায় বিদ্যুতেরই শক্তি দাও।

শেকোয়া

পথ-হারাদের দৃষ্টি আবার কা'বার মুখে ফিরলো যে,
পক্ষ-হারা বুল্‌বুলিরা দূর বিমানের পথ্‌ খোঁজে ;
প্রণয় আজি গুম্‌রে মরে বক্ষ-পুটে ফুল-কলির,
ছিন্ন তারের বুক চিরে সুর বাইরে যেতে হয় অধীর ;

পাহাড়ে জাগ্‌লো আবার নূর-আগুনে জ্বলার সাধ ;
নির্জ্জীবও আজ জীবন মাগে, মূকের বুকে ফরিয়াদ।
শুক্‌নো চড়ায় বান ডেকে যায় তোমার নির্দেশ যদি পায়,
নিখিল জুড়ি' ব্যথার কাঁদন, সাড়া তোমার নাই যে হায় !

শেকোয়া

মুমুর্ষুদের অঙ্গে তুমি সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দাও,
পুচ্ছ-শূন্য ময়ূর পুনঃ শূন্য পানে হোক্ উধাও :
প্রেম-শরাবে পূর্ণ কর প্রেম-হারাদের এই হৃদয়,
ইচ্ছা তোমার মোদের মাঝে পূর্ণ হউক ইচ্ছাময় !

*

পথের মানুষ উঠ্‌লো রথে, আমরা আজি পথ্‌চারী,
দূর হোতে তাই পূর্ব্ব-স্মৃতি দিচ্ছে মোদের টিট্‌কারী।
ক্ষীণকে যারা কোর্‌ল বলী, উৎপীড়কের তুল্‌লো দাদ্,
জখ্‌মী হিয়া তা'দেরই আজ কোর্‌ছে ব্যথায় আর্ত্তনাদ।

হাওয়ার সাথে যুক্তি কোরে গুপ্তচর ঐ ফুল্‌-সুবাস্‌
ফুল-কাননের গুপ্ত-কথা বাইরে করে সপ্রকাশ ;
তেম্‌নি মোরা ঘরের কথা ছড়াই নিতি সবখানে,
ভা'য়ের যত গুপ্ত-কথা ভাই-মুখে দুষ্‌-মন জানে।



শেষ হোল আজ ফুলের ফসল, ফুলবনে আর নেই বিলাস ;
নেই কুসুমে শাখায় পাতায় স্বভাব-রাণীর অট্ট-হাস ;
স্তব্ধ হোল সব কাকলী, নেই পাখীরা হেথায় কেউ,
শূন্য বনে এক্‌লা আমার বক্ষে ওঠে গানের ঢেউ।

সুখ যা' কিছু সব মোরেছে,—হৃদয়-ব্যথার নেই মরণ,
শাখীর শাখায় নেইক আজি সবুজ পাতার আস্তরণ ;
মরা-বাঁচার অর্থ একই, কিছুতে আজ শান্তি নাই,
কাজ বলিতে সার কো'রেছি নিজের লোহু পান করা-ই ;

*

নিভার আগে প্রদীপ যথা মরণ-ভয়ে কম্পমান,—
তেম্‌নি এ ক্ষীণ প্রাণের মাঝে কাঁপ্‌ছে আমার ক্ষীণ ঈমান।
বেঁচে থাকার সার্থকতা আগেই গেছে সব ঘুচে,
বাদ ছিল যে চিহ্নটুকু যায় বুঝি আজ তাও মুছে।

ফুলের শোকে তোর ও-বুকে কান্না কেন রে বুল্‌বুল্ ?
প্রাণ যদি রয় গানের সুরে, উঠ্‌বে ফুটে হাজার ফুল ;
কাট্‌বে আবার দুখের নিশি, ভোরের হাওয়ার ক্ষীণ পরশ
লাগ্‌লে পরে বিষাদ-মেঘে, হইবে মরুর বুক সরস।

বহুৎ দিনের ত্যক্ত গেলাস্ ফের তুলে নে'—ঢাল্ সুরা,
নবোৎসাহে উঠুক বেজে ভগ্ন হিয়ার তান-পুরা !
হিন্দী তোদের গানের ভাষা হোক্ তাহাতে নেই হানি,
সবাই জানে, সুরটী তাহার হেজাজ হোতে আমদানী।